কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৮ ❑ মে-জুন ❑ ২০১৫ খ্রিঃ ❑ ১৮ জ্যৈষ্ঠ-১৬ আষাঢ় ❑ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
রওনক মাহমুদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
তাহমিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

বৃক্ষ মানুষের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। বৃক্ষ শুধু প্রাকৃতিক শোভা বর্ধনই করে না প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়ও প্রতিনিয়ত ভূমিকা রাখছে। খাদ্য, ঔষধ, কাঠ এবং অক্সিজেন সবই আমরা বৃক্ষ থেকে পাই। মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় তাই বৃক্ষ রোপণ খুবই প্রয়োজন। গত ৬ জুন থেকে মাসব্যাপী শুরু হয়েছে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ''পাহাড় সমুদ্র উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে''। বৃক্ষ মেলার পাশাপাশি গত ১৫ জুন থেকে ৩০ জুন ২০১৫ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে শুরু হয় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ এবং ১৫-১৭ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনী। এবারের ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য ছিল ''দিন বদলের বাংলাদেশ, ফল বৃক্ষে ভরবো দেশ''। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বৃক্ষ মেলা ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিএডিসি'র স্টল গুলোতে উন্নত জাতের সকল প্রকার ফলজ, বনজ, ও ঔষধি গাছের চারা/কলম সুলভ মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দেশের আয়তনের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বসতবাড়ি, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তার পাশেসহ অব্যবহৃত সকল জমিতে আমাদের গাছ লাগানো প্রয়োজন। আসুন সকলে মিলে প্রত্যেকেই অন্তত ১টি করে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা/কলম রোপণ করি।

ভেতরের পাতায়.....

নারিকেলসহ বেশি করে দেশি ফলের গাছ লাগাতে হবে- স্পিকার ০৩
মধুপুরে আলু বীজ হিমাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ০৪
কুমিল্লার কৃষি প্রযুক্তি মেলায় বিএডিসি'র স্টলের প্রথম পুরস্কার লাভ..... ০৫
দেশের পূর্বাঞ্চলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করছে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ০৭
ধান চাষের ইউরিয়া সাশ্রয়ী স্প্রে প্রযুক্তি ০৮
অপ্রতুল জনবল দিয়ে বর্ধিত পরিমাণ বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের যৌক্তিকতা ১৩
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

নারিকেলসহ বেশি করে দেশি ফলের গাছ লাগাতে হবে- স্পিকার

জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেন, ফল গাছ একদিকে দেহের পুষ্টি যোগান দিচ্ছে অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিতেও ভূমিকা রাখছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে ক্ষতিকর গাছ রোপণ না করে আরও অধিক পরিমাণ ফলের গাছ রোপণ করতে হবে। অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত কার্যকারিতার জন্য বেশি করে নারিকেল গাছ লাগানোর জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি, কৃষিসচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে ফার্মগেট কৃষিখামার সড়কে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত ফলদবৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। স্পিকার বলেন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে দেশীয় ফল উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তাসহ মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং দেশের অর্থনীতিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশে রয়েছে মৌসুমী ফলের ভাণ্ডার, এটাকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, যখন মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় তখন ফল খেয়েই জীবন ধারণ করত। পর্যায়ক্রমে মানুষ দানাদার ফসল উৎপাদনের দিকে মনযোগী হয়। ফল মানুষের দেহে পুষ্টি যোগায়। সব ধরণের ফলই সারা বছর খাওয়া দরকার। এ বছর আমরা নারিকেল এর চারা রোপণ করার উপর জোর দিয়েছি। কেননা নারিকেলে প্রাণশক্তি রয়েছে। দেশি ফলের জার্মপ্লাজম উন্নত করতে হবে। দেশি ফলের গাছ ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে। তিনি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে এবং একই সাথে মানুষের দেহে পুষ্টি যোগায় এমন ধরণের ফল গাছের উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. শাহাবুদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ এ জেড এম মমতাজুল করিম। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিসচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৬-৩০- জুন ২০১৫ ফলদবৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও ১৫-১৭ জুন জাতীয় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সকালে ফলদবৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৫ উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা হতে আ. কা. মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বর পর্যন্ত একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এবারের ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৫ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "দিন বদলের বাংলাদেশ, ফল বৃক্ষে ভরবো দেশ" । ফার্মগেটে আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে ফল প্রদর্শনীতে বিএডিসিসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

মধুপুরে আলু বীজ হিমাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিএডিসি'র বীজ আলু হিমাগার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অধীনে ২ হাজার মে.টন আলু বীজ হিমাগার নির্মাণ করা হচ্ছে।

গত ১৬ মে, ২০১৫ইং তারিখে মধুপুরের কাকরাইদে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ খামারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইল-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাবীসবৃ প্রকল্পের চীফ কো-অর্ডিনেটর ও মহাপরিচালক (বীজ উইং) অতিরিক্ত সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ। আইডিবির জেদ্দাস্থ সিনিয়র ইকোনোমিস্ট জনাব আলী মুহাম্মদ খান, আইডিবির বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ জনাব মো: ইকবাল করিম, টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক জনাব মো: মাহবুব হোসেন। মধুপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ ছরোয়ার আলম খান আবু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, মাবীসবৃ প্রকল্প। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইডিবি সহায়তাপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বিএডিসি অংগের মাধ্যমে ২ হাজার মে.টন আলু বীজ হিমাগার নির্মিত হলে এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে ও কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাবে।

টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিএডিসি'র বীজ আলু হিমাগার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন টাঙ্গাইল-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক

বিএডিসিতে "হিমাগার স্থাপন ও পরিচালনা" শীর্ষক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় দলভিত্তিক আলোচনা করছেন কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরশন (বিএডিসি) এর মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় "হিমাগার স্থাপন ও পরিচালনা" শীর্ষক বিষয়ের উপরে দুই দিনের প্রশিক্ষন কোর্স গত ২৩ ও ২৪ জুন, ২০১৫ তারিখে সেচ ভবনস্থ Agricultural Policy Support Unit (APSU) এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জুন ২০১৫ তারিখের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক (বীজ উইং), অতিরিক্ত সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় ও চীফ কোঅর্ডিনেটর মাবীসবৃ প্রকল্প জনাব আনোয়ার ফারুক। তিনি প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ২৪ জুন ২০১৫ তারিখের প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ। প্রশিক্ষণে বিএডিসির ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন।

কুমিল্লার কৃষি প্রযুক্তি মেলায় বিএডিসি'র স্টলের প্রথম পুরস্কার লাভ

কুমিল্লা কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ তে বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র উপপরিচালক (বীবি), কুমিল্লা জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস

কুমিল্লা কৃষি প্রযুক্তি মেলা -২০১৫ তে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর স্টল প্রথম পুরস্কার লাভ করে। গত ০৯ থেকে ১১ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা কর্তৃক আয়োজিত কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীসহ ৩০টি স্টল অংশগ্রহণ করে। স্টলগুলি ছিল বিভিন্ন প্রকার কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর। তা'ছাড়া প্রায় অর্ধশত চাষী উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার সব্জী ও ফলের প্রদর্শন করেছেন। স্থাপিত সকল স্টলের মধ্যে বিএডিসি'র স্টলটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন উপকরণের সমাহারে সুসজ্জিত। স্টলটির বাহ্যিক অবয়ব ছিল মনোমুগ্ধকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। স্টলটিকে অভ্যন্তর ভাগে ৫টি ধাপে এবং সম্মুখ ভাগে ১টি ধাপে সাজানো হয়েছিল। প্রথম ধাপে, বীজ গ্যালারীতে ১০২টি বিভিন্ন প্রকার উচ্চ ফলন ও হাইব্রীড বীজের নমুনা অতি আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। যাতে বীজের গুণগতমান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সংযোজিত ছিল। তা'ছাড়া প্রতিটি ফসলের ভাল জাতের সম্পর্কে স্টল কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থীদের ধারণা দিয়েছেন। দ্বিতীয় ধাপে, বীজের অংকুরিত বিভিন্ন প্রকার বীজের চারা এবং বীজের অংকুরোদগম সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করা হয় এবং দর্শনার্থীদের বীজ সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্টল থেকে ধারণা দেয়া হয়। তৃতীয় ধাপে, বিভিন্ন প্রকার আলুর জাত প্রদর্শন ও বিভিন্ন জাতের আলুর বৈশিষ্ট্য ও ভাল দিক সহ এলাকায় চাষের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। ৪র্থ ধাপে, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার প্রদর্শন ও তার ব্যবহার সম্পর্কে দর্শনার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়। ৫ম ধাপে, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আধুনিক প্রযুক্তির বর্ণনা, আর্সেনিক পরীক্ষা, স্মার্টকার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধাসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রদর্শন ও দর্শনার্থীদের সেচের সুবিধা সংক্রান্ত বিভিন্ন রকমের ধারণা দেয়া হয়। ৬ষ্ঠ ধাপে, স্টলের সম্মুখভাগে বিএডিসি'র কুমিল্লা হর্টিকালচার সেন্টারে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার চারা, কলম ও গুটি উপস্থাপন করা হয়। সেখানে প্রায় ৪০/৪১ প্রকারের ফলবান বৃক্ষের কলম শোভিত ছিল এবং ৩০/৩২ প্রকার বিভিন্ন জাতের ফুলের চারা ও কলম স্থান পায়। স্টলের ৬ষ্ঠ ধাপের ফুল ও ফল সমৃদ্ধ চারা কলমগুলি স্টলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। মেলায় বীজ বিপণন দপ্তর থেকে বিভিন্ন প্রকার উচ্চ ফলনশীল জাতের সুপার হাইব্রীড (SL-8H), নেরিকাসহ মৌসুমের বিভিন্ন প্রকার ধান চাষের লিফলেট দর্শনার্থীকে বিতরণ করা হয়। যাতে কৃষক-কৃষানীরা উপকৃত হবেন। সর্বোপরি মেলায় বিএডিসি'র সকল উইং এর কার্যক্রম মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শন ও প্রচার করা হয়। বিএডিসি'র স্টলটি উপপরিচালক (বীজ বিপণন) দপ্তর এর নেতৃত্বে স্থানীয় অন্যান্য সকল দপ্তরের সহযোগিতায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় বিএডিসি'র স্টলটি আকর্ষণীয় ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে বলে পরিদর্শন বইতে বহু দর্শনার্থী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন বিধায়, স্টলটি নির্বাচকদের বিবেচনায় প্রথম স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা জনাব মোঃ নুরুল হক পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএডিসি'র হাইব্রিড ধানবীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ০২ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৫-১৬ আমন মৌসুমে বিএডিসি হাইব্রিড ধান-২ (win-207) জাতের হাইব্রিড (Fi) ধান বীজের (মানঘোষিত) বিক্রয়মূল্য প্রতিকেজী ১৭৫ (একশত পচাঁত্তর) টাকা এবং Mj0031, Mj0032 ও Mj0033 জাতের হাইব্রিড (Fi) (মানঘোষিত) ধানবীজের বিক্রয়মূল্য প্রতি কেজী ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা।

কুমিল্লায় বিএডিসি'র আমন ধান বীজ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন

গত ২৮ মে ২০১৫ তারিখ কুমিল্লা "বিএডিসি ভবন" ক্যাম্পাসে ২০১৫-১৬ বিতরণ বর্ষের কুমিল্লা জেলার আমন ধান বীজ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কুমিল্লা জনাব এ.কে.এম মামুনুর রশিদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্মপরিচালক (বীপ্র), বিএডিসি, কুমিল্লা জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, যুগ্মপরিচালক (সার) জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন, উপপরিচালক (উদ্যান), বিএডিসি, কুমিল্লা জনাব মোঃ নিগার হায়দার খাঁন, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা জনাব মোঃ লুৎফুল করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ) জনাব বদরুল আলম এবং কৃষি কর্মকর্তা জনাব ফারুক হেসেন আদর্শ সদর, কুমিল্লা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, কুমিল্লা জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস।

কুমিল্ল জেলার প্রায় ১৫০-২০০ জন ডিলারের উপস্থিতেত এই প্রথম বারের মত জেলার অমন ধান বীজ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে এ বৎসরের জন্য বরাদ্দকৃত সকল প্রকারের উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন ধান বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সঠিক সময় কৃষকদের নিকট পৌছানো এবং প্রত্যেকটি আমন ধানের জাতের গুণাবলী সম্পর্কে উপস্থিত ডিলারদেরকে ধারণা দেয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি জাতের আমন ধানের বীজ তলা থেকে চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ডিলারগণ বীজ বিতরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরলে উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্যের মাধ্যমে ডিলারদেরকে আরো উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব এ.কে.এম মামুনুর রশিদ, উপ-পরিচালক, স্থনীয় সরকার, কুমিল্লা বলেন যে, ১৯৬২ সন হতে বিএডিসি ভাল বীজ সরবরাহের মাধ্যমে দেশকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। ভাল ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে এ দেশের চাষকৃত জমি কমলেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। তাই, তিনি কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও, ডিলারদেরকে সঠিক সময় কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক উচ্চ ফলনশীল জাতের বিএডিসি'র আমন ধান বীজ সরবরাহ করে দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেন। পরে প্রধান অতিথি ডিলারদের হাতে বিএডিসি'র উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত উফশী আমন ধান বীজের প্যাকেট তুলে দিয়ে ২০১৫-১৬ইং বর্ষে কুমিল্লা জেলার আমন ধান বীজ বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

বিএডিসি'র জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত Activities and Impact of Survey and Monitoring on Minor Irrigation" শীর্ষক একটি সেমিনার ১৩/০৫/২০১৫খ্রিঃ তারিখ সেচভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি। অনুষ্ঠানে দুইটি পেপার উপস্থাপিত হয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে পেপার উপস্থাপন করেন জনাব খান ফয়সল আহমদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি। উক্ত সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক এবং কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক।

সেমিনারে ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল মনিটরিং, সেচযন্ত্র ও সেচকৃত এলাকার প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন, সেচপানির গুণাগুণ নির্ণয়, ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা, নলকূপের জোন অব ইনফ্লুয়েন্স, আরএল নির্ণয় এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্পের সম্ভাব্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রণালয়, প্লানিং কমিশন এবং বিশেষজ্ঞ আলোচকগণ প্রকল্পটি বিএডিসি'র মূল প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করে এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৯১ মে: টন সার বরাদ্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মে-জুন/২০১৫ মোট ১ লক্ষ ৫ হজার ৩৯১ মে: টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হজার ৪২৮ মে: টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৪২ হাজার ৯৭ মে: টন, এমওপি রয়েছে ৩৬ হাজার ৬০৯ মে: টন এবং ডিএপি ২৬ হাজার ৬৮৫ মে: টন। ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ মজুদ সারের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৯৩ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

দেশের পূর্বাঞ্চলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করছে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের পূর্বাঞ্চলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে 'পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)'। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)'র আওতাধীন এই প্রকল্পটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ৭৬টি উপজেলায় বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, প্রকল্পটির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে এবং এর ফলে অন্তত অতিরিক্ত ২৫ হাজার মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। জানুয়ারি-২০১৩ সালে কার্যক্রম শুরু করা এ প্রকল্পটি জুন-২০১৭ সালে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বেশকিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর পাশাপাশি আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ২৪০ কিলোমিটার খাল পুনঃখননসহ ২২৮টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং ৩০ কিলোমিটার মাটির বাঁধ নির্মাণ। এর পাশাপাশি ৫০০টি ফিল্ড আউট লেট নির্মাণসহ ১৫টি ২ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ (৩২০ মিটার) স্থাপন এবং ৪৫টি ২ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ (১২০ মিটার) স্থাপন করা হবে প্রকল্পটির মাধ্যমে। এ ছাড়া ৭০টি ৫ কিউসেক এলএলপি, ৭৭টি ২কিউসেক এলএলপি, ৫০টি ১ কিউসেক এলএলপি এবং ৩টি এক্সিয়েল ফ্লু পাম্প সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি ১০ হাজার মিটার ভূপরিস্থ পাকা সেচনালা এবং ১ লাখ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণসহ ৭০ হাজার মিটার ফিতা পাইপ সংগ্রহ করা হবে প্রকল্পটির মাধ্যমে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০৮ কিলোমিটার খাল পুনঃখননসহ ৭৮টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। একই সময়ে ৫ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ এবং ১৫০টি ফিল্ড আউট লেট নির্মাণ করা হয়েছে। একই অর্থবছরে ১২০ মিটার গভীরতার ২১টি ২ কিউসেক ফোর্সফোড নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ৮০টি সেচ অবকাঠামো, ৭ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ, ১৫০টি ফিল্ড আউট লেট নির্মাণ, ১২০ মিটার গভীরতায় ১৮টি ২ কিউসেক ফোর্সমোড নলকূপ স্থাপন, ৩২০ মিটার গভীরতায় ২ কিউসেক ১৩টি ফোর্সমোড নলকূপ, ৩৩ টি ২ কিউসেক ফোর্মোড নলকূপের ইউপিভিসি বারিড পাইপ ও ১০টি ৫ কিউসেক এলএলপি'র ইউপিভিসি বারিড পাইপ, ১২টি ২ কিউসেক এলএলপি'র বারিড পাইপ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে গত মার্চ পর্যন্ত ৮১ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। প্রকল্পটির মাধ্যমে সেচযন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ২৪০ জন মালিক, ম্যানেজার, চালক ও ফিল্ডম্যানদের সেচযন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫১০ জন কৃষককে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭২০জন কৃষককে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক মোঃ মাহবুব মুনীর বলেন, বিপুল পরিমাণ ভূপরিস্থ পানিসমৃদ্ধ বাংলাদেশে সেচকাজে মাত্র ২৫ ভাগ ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। ভূপরিস্থ পানির লাগসই ও আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলে সেচ কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নাব্যতা হারানো নদী, খাল-নালা পুনঃখননের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভূপরিস্থ পানির সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরো দৃঢ় হবে এবং সেচ কাজে এ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের উপর চাপ কমবে এবং কৃষি আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া রোধ হবে বলে জানান প্রকল্প পরিচালক।

প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ফসল রক্ষা বাঁধ

সংকলিত : দৈনিক পাঞ্জেরী
২১-০৪-২০১৫

ধান চাষের ইউরিয়া সাশ্রয়ী স্প্রে প্রযুক্তি

মোঃ আরিফ হোসেন খান, যুগ্ম পরিচালক (বীবি) বিএডিসি রাজশাহী

(গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৪) ফসলে রোগ ও পোকার উপদ্রব কমে যাবে। উৎপাদিত ধানের রং বেশি উজ্জ্বল হবে বলে চাষি ধানের বাজার মূল্য বেশি পাবে, সহজে বিক্রয় করতে পারবে।

৫) উন্নত বিশ্বের গবেষণা পত্রের মাধ্যমে জানা যায় পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া প্রদান করলে ধান/গমের দানায় প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং খড়ে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। সুতরাং প্রযুক্তিটি মানব এবং গো পুষ্টিতে অধিকতর কার্যকর হবে।

৬) মাটি, পানি এবং পরিবেশের দূষণমাত্রা কমাতে বেশি সহায়ক হবে। অধিক ইউরিয়ার ব্যবহারের কারণে মাটিতে বিষাক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে।

৭) প্রযুক্তিটি ব্যবহারে ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে, গ্যাস সাশ্রয় হবে। ইউরিয়া সারের ব্যবস্থাপনা/ সংরক্ষণ এবং পরিবহণ সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস পাবে।

বিভিন্ন মৌসুমে এবং জাতের উপরে প্রযুক্তিটির প্রয়োগ পদ্ধতি কেমন হবে তা উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম ধাপঃ- বীজতলা থেকে ধানের চারা তোলার আগের দিন বিকালে বা ২ ঘন্টামত আগে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম এমওপি, ৩ গ্রাম থিওভিট/ কুমুলাস, ১.০ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক এবং ০.৫ গ্রাম লিবরেল বোরণ মিশিয়ে স্প্রে করে নিতে হবে। এর ফলে চারার রোপনজনিত আঘাত কম লাগবে, চারা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রথম থেকেই টিলার উৎপন্ন শুরু করবে। বীজ তলায় স্প্রে বাধ্যতামূলক নয় তবে করলে বেশি ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। ১ শতক বীজ তলা ভিজাতে ১.৬-২.০ লিটার দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে। তবে মূল জমিতে স্প্রের সময় ১৬ লিটার দ্রবণ দিয়ে ১১ শতক স্প্রে করা যাবে। অর্থাৎ ৩৩ শতকের ১ বিঘা জমি একবার স্প্রে করতে ৪৮ লিঃ দ্রবণ প্রয়োজন হবে।

** প্রযুক্তিটি প্রয়োগের সময় ইউরিয়া এবং পটাশের পাশাপাশি ১৬ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিওভিট/কুমুলাস , ১৬ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক এবং ৮ গ্রাম লিবরেল বোরণ মিশিয়ে প্রয়োগ (প্রথম এবং দ্বিতীয়বার স্প্রের সময়) করলে আরও অধিক কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে। কারণ সঠিক মাত্রায় জৈব পদার্থ না ব্যবহার করার কারণে আজকাল অধিকাংশ জমিতে এ সকল উপাদানের ঘাটতি দেখা যায়। উপাদান গুলো অবশ্যই ভালো ও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর যেন হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে এটা করলে খুব ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। বিষয়টি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্তাপন করলাম।

** প্রযুক্তির মূল সূত্র হলো ধান চাষের মোট প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সারের কমপক্ষে ৫০% (দুই বারে বা একবারে বা চাষির সুবিধামতভাবে) মাটিতে ব্যবহার করে পর্যাপ্ত পাতা তৈরি করে তারপরে ১৫-২০% ইউরিয়া (১.২৫% পটাশ দ্রবণসহ) স্প্রে করে প্রয়োগ করতে হবে। স্প্রে সর্বাধিক কুশি উৎপাদন পর্যায়ে শুরু করে বুটিং এবং হেডিং এর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। ইউরিয়ার পরিমাণ কিছু বেশি হলেও তেমন কোন অসুবিধা হয় না। এ ক্ষেত্রে কার্যকারিতা আরও বেশি দেখা যায়। স্প্রে সময় ধান গাছের পাতার রং দেখে কিছু আগে বা পিছে করা যেতে পারে। ব্রিধান-২৮/ জিরা/ মিনিকেট জাতের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্প্রে সতর্কতার সাথে করতে হবে, গাছের গ্রোথ বা বৃদ্ধি খুব বেশি ভালো থাকলে ইউরিয়া সারের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। তবে ব্রিধান-২৯ এর ক্ষেত্রে অবশ্যই তৃতীয় স্প্রে করতে হবে।

উদাহরণঃ- যদি এক বিঘা জমির ধান চাষে মোট ৩০ কেজি ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়, তবে শেষ চাষে ৩.০ কেজি এবং টপ ড্রেসিং এ ১২ কেজি মাটিতে দিতে হবে {মোট প্রয়োজনীয় ইউরিয়ার ১০%+৪০%= ৫০% (তবে একবারে শতকরা ৫০% দিলেও ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে)} এবং পাতার মাধ্যমে তিন বারে স্প্রে মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে ৫.৪০ কেজি, আর ব্রিধান -২৯ এর ক্ষেত্রে পাতায় তিন বারে ৭.২০ কেজি। তবে ধান চাষে মোট প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সারের পরিমাণ ৩০ কেজির চেয়ে বেশি হলে (অর্থৎ জমি খুব অনুর্বর হলে) ১৬ লিটার পানিতে ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম পটাশ সার মিশিয়ে স্প্রে শুরু করতে হবে। তৃতীয় স্প্রের সময় গাছের অবস্থা দেখে ইউরিয়ার (কতটুকু দিতে হবে) পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

ধান চাষের ইউরিয়া স্প্রে প্রযুক্তি সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশন নীচে উপস্থাপন করা হলো।

১) স্প্রে দ্রবণ সূক্ষভাবে কুয়াশার মত করে ছড়াতে হবে। পাতার উপরে কুয়াশা লেগে থাকলেও স্প্রে করা যাবে।

২) ধান চাষে জৈব এবং অজৈব সকল সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা স্বাভাবিক নিয়মে করতে হবে।

৩) স্প্রে কখনই তীব্র রোদ্রের সময় করা যাবে না, স্প্রে সকাল ৯.০ ঘটিকার আগে বা বিকাল ৪.০০ঘটিকার পরে করতে হবে, তবে সকালের চেয়ে বিকালে করা বেশি উত্তম। তবে দিন ঠান্ডা থাকলে দুপুরেও করা যাবে।

৪) স্প্রে করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি না হলে স্প্রে এর ফলাফল প্রায় পূর্ণ ভাবে কার্যকর হবে। কখনও বৃষ্টি হলে গাছের পাতার রং দেখে পুনরায় স্প্রের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫) পটাশ সার ছেঁকে নিলে বেশি ভালো হবে, এ ক্ষেত্রে নজেল জাম হবার ভয় থাকবে না।

৬) স্প্রে বালাইনাশকের বা কীটনাশকের করা যাবে, এর ফলে স্প্রে প্রয়োগের খরচ কমে যাবে।

৭) বেশি বাতাসের সময় স্প্রে না করা উত্তম কারণ এসময়ে স্প্রে দ্রবণ সঠিক ভাবে পতায় পড়ে না এবং দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে কার্যকারিতা কম হয়।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র বিভিন্ন প্রকার বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ মৌসুমে উৎপাদিত ও সংগৃহীত শীতকালীন সবজি বীজ, গ্রীস্মকালীন সবজি বীজ ও হাইব্রিড সবজি বীজের সংগ্রহ মূল্য এবং সীম বীজ ও হাইব্রিড সবজি বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্ত ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

(ক) শীতকালীন সবজি বীজ

ক্রমিক নং	বীজের নাম ও জাত	২০১৪-১৫ সালের জন্য নির্ধারিত বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১	টমেটো(রতন)	১৩৫০ (এক হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	১২৫০ (এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা)
২	টমেটো(পুষারবি)	১৩৫০ (এক হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	১২৫০ (এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা)
৩	বেগুন (উত্তরা)	৬০০ (ছয়শত টাকা)	৫০০ (পাঁচশত টাকা)
৪	বেগুন (খটখাটিয়া)	৬০০ (ছয়শত টাকা)	৫০০ (পাঁচশত টাকা)
৫	মুলা (তাসাকিসান)	১৯০ (একশত নব্বই টাকা)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৬	মুলা (ইপসা মুলা)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)	-
৭	পালং শাক	৮৫ (পঁচাশি টাকা)	৮০ (আঁশি টাকা)
৮	লালশাক (আলতাপাতি)	২৭৫ (দুইশত পঁচাত্তর টাকা)	২৪০ (দুইশত চল্লিশ টাকা)
৯	লালশাক (বারি-১)	১৬০ (একশত ষাট টাকা)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
১০	মটর শুটি	১০০ (একশত টাকা)	-
১১	ঝুপড়ি সীম	১৩০ (একশত ত্রিশ টাকা)	-
১২	লাউ	৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)	৩২৫ (তিনশত পঁচিশ টাকা)
১৩	পুইশাঁক	২৭৫ (দুইশত পঁচাত্তর টাকা)	২২৫ (দুইশত পঁচিশ টাকা)
১৪	মিষ্টি কুমড়া	৪৩০ (চারশত ত্রিশ টাকা)	৩৯০ (তিনশত নব্বই টাকা)

সীম বীজের সংগ্রহ ও বিক্রয় মূল্য

ক্র: নং	বীজের নাম	বীজের শ্রেণী	২০১৪-১৫ সালের জন্য নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য (টাকা/ কেজি)	২০১৫-১৬ সালের জন্য নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/ কেজি)
১	দেশী সীম	ভিত্তি	১৪৫ (একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা)	১৭০ (একশত সত্তর টাকা)
		মানঘোষিত	১৩৫ (একশত পঁয়ত্রিশ টাকা)	১৬০ (একশত ষাট টাকা)

(খ) গ্রীস্মকালীন সবজি বীজ

ক্রমিক নং	বীজের নাম ও জাত	২০১৪-১৫ সালের জন্য নির্ধারিত বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
১	শশা	৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ টাকা)	-
২	করলা	৮৫০ (আটশত পঞ্চাশ টাকা)	৭৫০ (সাতশত পঁঞ্চাশ টাকা)
৩	বরবটি	১৮৫ (একশত পঁচাশি টাকা)	১৬৫ (একশত পয়ষট্টি টাকা)
৪	ডাঁট (বাঁশ পাতা)	১৮০ (একশত আঁশি টাকা)	-
৫	ডাঁটা (ভূটানী)	২২৫ (দুইশতপঁচিশ টাকা)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)
৬	ডাঁটা (বারি-১)	১৭৫ (একশত পঁচাত্তর টাকা)	-
৭	কলমিশাক	১১০ (একশত দশ টাকা)	১০০ (একশত টাকা)
৮	ঢেঢ়শ (বারি-১)	১৪০ (একশত চল্লিশ টাকা)	১২৫ (একশত পঁচিশ টাকা)
৯	চালকুমড়া	৩৬০ (তিনশত ষাট টাকা)	-
১০	চিচিংগা	৪৬০ (চারশত ষাট টাকা)	৪৩০ (চারশত ত্রিশ টাকা)
১১	ঝিংগা	৫৩০ (পাঁচশত ত্রিশ টাকা)	-

(গ) হাইব্রিড সবজি বীজ ঃ

ক্রমিক নং	ফসলের নাম ও জাত নাম	২০১৪-১৫ সালের জন্য নির্ধারিত বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	২০১৫-১৬ সালের জন্য নির্ধারিত বীজের বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)
১	বারি হাইব্রিড টমেটো	২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা)	২২,০০০/- (বাইশ হাজার টাকা)
২	বারি হাইব্রিড বেগুন	৮,৫০০/- (আট হাজার পাঁচশত টাকা)	৯,১০০/- (নয় হাজার একশত টাকা)

ঠাকুরগাঁওয়ে বিএডিসি'র রেকর্ড গম বীজ উৎপাদন

চলতি বর্ষে গম বীজ উৎপাদনের বিএডিসি'র ৩টি সংগঠন প্রায় ২৫ কোটি টাকা মূল্যমানের উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের গম বীজ উৎপাদন করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জানা গেছে, চলতি বর্ষে গম বীজ উৎপাদনে ঠাকুরগাঁওয়ে বিএডিসি'র গম, ধান. ভূট্টা বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় শিবগঞ্জ কেন্দ্র ৯ হাজার ৮৮৯ একর জমিতে ২২০০ জন অগ্রগামী চাষিকে প্রদীপ, বারি ২৫, বারি ২৬ গম বীজ ন্যায্য দামে সরবরাহ করে। গম ক্ষেতের জমি বাছাই, পরিচর্যা, সেচ ও সুষম রাসায়নিক সার এবং জৈব সার ব্যবহারে নানাভাবে প্রশিক্ষণ হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এভাবে গম কাটাই মাড়াইসহ কেন্দ্রে জমা করে প্রায় ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন। একইভাবে বিএডিসি'র কন্ট্রাক গ্রোয়ার্স জোনে ৪৭৮০ একর জমি ৬১৬ জন চাষির মাধ্যমে প্রদীপ বারি ২৫, বারি ২৬ গম ভ্যারাইটির বীজ বপণ করে ৬১৬ জন আদর্শ চাষি। প্রাথমিকভাবে ফলন হয় ৩ হাজার ৮২৪ মেট্রিক টন। বীজ প্রক্রিয়াজাত ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে উৎকৃষ্ট মানের বীজ সংগৃহীত হয়েছে ২ হাজার ৯০০ মেট্রিক টন। আপদকালীন বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ১২০০ একর জমিতে ৪০০ চাষীর মাধ্যমে উন্নতমানের ৬০০ মেট্রিক টন গম বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ৩টি সংগঠন ঠাকুরগাঁও এলাকা হতে ৬ হাজার মেট্রিক টনের বেশি গম বীজ সংগৃহীত হয়েছে। যার মূল্য ২৫ কোটি টাকার উপরে। অতীতে গম বীজ বিদেশ থেকে চড়া দামে আমদানি করে এলাকার চাষিদের মাঝে চাষাবাদের জন্য বিপণন করা হতো। ঠাকুরগাঁও এলাকার জমি গম চাষের জন্য অত্যন্ত উর্বর। হিমালয়ের পাদদেশে হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া গম চাষের অনুকূলে। এই এলাকায় শীত দীর্ঘ স্থায়ী হয়। অর্থাৎ মার্চ মাস পর্যন্ত শীত বিরাজ করায় গম ক্ষেতের জন্য অত্যন্ত হিতকর। যার কারণে ফলন দানা হয় হৃষ্টপুষ্ট ও অংকুরোদগমক্ষম। বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পের উপপরিচালক মিজানুর রহমান জানান. গবেষণায় সবুজ ব্রীডার সিড, সাদা ভিত্তি বীজ, নিল প্রত্যায়িত, হলুদ মান ঘোষিত বীজ এখানে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য সিড টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে একাধিকবার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে মাঠ পর্যায়ে বীজ বিপণন করার নিয়ম রয়েছে। তিনি আরও জানান, গম বীজ উৎপাদনে ঠাকুরগাঁও এলাকার চাষীরাও পরিশ্রমী ও চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল বাস্তবায়নে খুবই মনযোগী। উল্লেখিত কারণে এবার ৬ হাজার মেট্রিক টন উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানের গম বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অতীতে বিদেশ থেকে বীজ আমদানি করে এলাকার বীজের ঘাটতি পূরণ করতে হতো। এলাকায় গম বীজ উৎপন্ন হওয়ায় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। এতে এলাকার চাষি, বিএডিসি'র মাঠপর্যায় থেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃতিত্ব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
১৮-০৬-২০১৫

বরিশালে চার খাল পুনঃখনন! সেচে বিপ্লব

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাল ভরাট করে ভবন নির্মাণ কিংবা দখল করে বসতি নির্মাণের অহরহ অভিযোগ পাওয়া গেলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেছে জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া ইউনিয়নে। এখানে ৪টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। যে কারণে এ বছরই সঠিকভাবে বোরো চাষে পানি সরবরাহ করতে পেরে কৃষিক্ষেত্রে নিরব বিপ্লব ঘটেছে।

জানা গেছে, খালগুলো পুনঃখননের মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষকের সেচ সুবিধা অন্যদিকে খালের মাটি দিয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ ও রাস্তার দু'পাশে সবুজ বৃক্ষ রোপণ, বেকার যুবকদের জন্য পরিকল্পিত মৎস্য চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে এক সময়ের দারিদ্রপীড়িত ওই ইউনিয়নের জনগণের ভাগ্যের চাকা ক্রমেই খুলে যেতে শুরু করেছে। এ কারণে কয়েক হাজার কৃষক ও বেকার যুবকের মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪ সালে আধুনিক স্কেভেটর মেশিনের সাহায্যে ইউনিয়নের মরা খালে যৌবন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে মতে ওই বছর ইউনিয়নের কৃষি নির্ভর শরিফাবাদ ও হাঁপানিয়া গ্রামের তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ ও ৩৫ ফুট প্রস্থ সুবিশাল মরা খাল, মাহিলাড়া বাজার থেকে বেজহার পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার, বাটাজোরের শৌলকর থেকে মাহিলাড়া হাট পর্যন্ত তিন কিলোমিটার মরা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে যৌবন ফিরিয়ে আনা হয়।

সংকলিত : দৈনিক জনকণ্ঠ
২৪-০৫-২০১৫

সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত "The study of surface water for Irrigation Devlopment" শীর্ষক সেমিনার গত ২৭ জুন ২০১৫ ইং তারিখে সংস্থার সেচ ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ সামসুদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ক্রান্তি এ্যাসোসিয়েটস লিঃ এর টিম লিডার ড. এল. আর. খান। স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ লুৎফর রহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী সরকার। সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর সেমিনারে জোর দেয়া হয়েছে।

চলতি মৌসুমে বিএডিসি'র বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড ধান বীজের অঞ্চলওয়ারী বিতরণ কর্মসূচি

২০১৪-১৫ মৌসুমে বিএডিসি'র নিজস্ব খামারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের ৯.৭২০ মে. টন হাইব্রিড ধানবীজ এবং ২০১৫-১৬ মৌসুমে বিতরণের জন্য winall Hi Tech seed co.Ltd. china হতে আমদানীকৃত ১০.০০ মে. টন হাইব্রিড ধান বীজসহ মোট ১৯৭২০ কেজী ধান বীজ অঞ্চলওয়ারী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	মোট (কেজী)
১	ঢাকা	১০০
২	ময়মনসিংহ	১৪০
৩	জামালপুর	২৫০
৪	কিশোরগঞ্জ	৪০০
৫	টাঙ্গাইল	২৫০
৬	ফরিদপুর	৭৫০
৭	চট্টগ্রাম	১০০
৮	নোয়াখালী	২০০
৯	কুমিল্লা	১০০০
১০	সিলেট	১০২০
১১	রাজশাহী	৮৫০
১২	পাবনা	৩৫০
১৩	বগুড়া	৪২০০
১৪	রংপুর	১১০০
১৫	দিনাজপুর	৩৫০
১৬	খুলনা	১৫০০
১৭	যশোর	৩৯৪০
১৮	কুষ্টিয়া	২৯৬০
১৯	বরিশাল	১৬০
২০	পটুয়াখালী	১০০
	সর্বমোট ঃ	১৯৭২০

বিএডিসি'র উপপরিচালক জনাব আনন্দ চন্দ্র দাসকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান

বিএডিসি'র উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, কুমিল্লা অঞ্চল কুমিল্লাকে গত ১৩/০৬/২০১৫ইং তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বীজ উইং এর মহাপরিচালক জনাব আনোয়ার ফারুক বিএডিসি'র বীজ বিপণনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালক জনাব এ.জেড.এম. মমতাজুল করিম ও জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মহা ব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ২০১৩-১৪ইং বিতরণ বর্ষে জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস কুমিল্লা অঞ্চলে বিএডিসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল প্রকার ফসলের বীজ বিক্রির পরেও অন্যান্য অঞ্চলের বরাদ্দকৃত অবিক্রিত বিভিন্ন প্রকার বীজ সরবরাহ করে তার অঞ্চলের সর্বমোট বরাদ্দের ১০৭% বীজ বিক্রি/বিতরণ নিঃশেষ করেন। তার কর্মদক্ষতায় অঞ্চলের চাষী ও ডিলারদের প্রয়োজনীয় সকল জাতের বীজের পরিপূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

চলতি মৌসুমে মুগ ও তিল বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ বর্ষে মুগ ও তিল বীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

বীজের নাম	পূনঃনির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/ কেজি)
১। মুগ	৫৫.০০ (পঞ্চান্ন টাকা)
২। তিল	৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা)

চলতি মৌসুমে বোরো ধান বীজের সংগ্রহমূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১৮ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৪-১৫ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের বোরো ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

ক্রঃ নং	বীজ ফসলের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণী	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/ কেজি)
১	বোরো ধান বীজ	ব্রিধান-৫০ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৩৯.০০ (উনচল্লিশ)
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩৭.০০ (সাঁইত্রিশ)
		বিআর-২৬ ও ব্রিধান-২৮ জাত	ভিত্তি	৩৩.০০ (তেত্রিশ)
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩১.০০ (একত্রিশ)
		অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৩৩.০০ (তেত্রিশ)
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩০.৫০ (ত্রিশ টাকা পঁঞ্চাশ পয়সা)

মেধাবী মুখ

মোঃ মাজহারুল ইসলাম

মোঃ মাজহারুল ইসলাম ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডের অধীনে পাবনা জেলা স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মাজহারুল বিএডিসি পাবনা (নির্মাণ) জোন দপ্তরের সহকারী কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ হারুন-উর রশীদ এর পুত্র। সে ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মেহেদী হাসান শোভন

মেহেদী হাসান শোভন ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ হতে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মেহেদী ডাল ও তৈল বীজ বিভাগে কর্মরত সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব এসএম এমাদুল হকের পুত্র। সে ভবিষ্যতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

সামিহা মাহজাবীন-ঋতু

সামিহা মাহজাবীন-ঋতু ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২০১৫ সনের এসএসসি পরীক্ষায় (বিজ্ঞান) বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়ে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছে। সে সদস্য-পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের দপ্তরের পিআরএল ভোগরত ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জনাব মোঃ মোজাহার উদ্দিনের মেয়ে। ঋতু সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

মোঃ মাহবুবুর রহমান

মোঃ মাহবুবুর রহমান, উপপরিচালক (পাট বীজ) বিএডিসি, টাঙ্গাইল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে Seed Science & Technology বিষয়ে অটাম/২০১৪ টার্মে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এম ময়নুল হক এর অধীনে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন। তার থিসিসির শিরোনাম ছিল ঃ 'Interaction of Genotype and Environment in respect to Disease Incidence, Seed Yield and Quality of Mungbean.' তিনি ১৯৭০ সালে জয়পুরহাট জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

২৮টি কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি

২৮ টি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত অর্জনের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	২৮টি কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রমের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৪-২০১৫	মে-জুন/২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	খাল খনন	কিঃমিঃ	১৬০.৫৫	১৬০.৫৫
২	বেড়ী বাঁধ	কিঃমিঃ	৫	৫
৩	ভূপরিস্থ সেচ নালা	মিটার	১৯৪০০	১৯৪০০
৪	ভূগর্ভস্থ সেচ নালা	মিটার	৬৭৭০০	৬৭৭০০
৫	স্ট্রাকচার	সংখ্যা	২০৫	২০৫
৬	সেচযন্ত্র	সেট	১৪	১৪
৭	পাম্প হাউজ	সংখ্যা	২১	২১
৮	গনকূপ খনন ও কমিশন	সংখ্যা	১৯	১৯
৯	বিদ্যুতায়ন		১০৫	১০৫
১০	পুকুর খনন	বর্গমিটার	১০০০০	১০০০০
১১	সেচকৃত এলাকা	হেক্টর	১৯৫৮৬	১৯৫৮৬
১২	খাদ্য উৎপাদন	মেট্রিক টন	৬০১৯০	৬০১৯০
১৩	প্রশিক্ষণ	জন	৩০০	৩০০

ভাল বীজে ভাল ফসল

অপ্রতুল জনবল দিয়ে বর্ধিত পরিমাণ বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের যৌক্তিকতা

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

বর্তমানে দেশে একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে কৃষি জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বর্ধিত এ জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ বিশেষ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাল বীজ ও সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ সরবরাহের নিমিত্তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি উপকরণ বলতে এখানে মূলত বীজ, সার ও সেচকেই বুঝানো হচ্ছে। এ তিনটি উপকরণের মধ্যে বীজ একটি জীবন্ত (Living) ও নাজুক (Vulnerable) উপকরণ হওয়ায় এর উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরীক্ষণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য নিবিড় তদারকি ও বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়, ফলে স্বাভাবিকভাবেই লোকবলের প্রয়োজন হয় বেশি।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিগত ৫০ বছর যাবত প্রতিষ্ঠানটি কৃষি উন্নয়নে স্মরণীয় অবদান রেখে চলেছে। গবেষণা ও সম্প্রসারণ নিষ্ফল হবে যদি কৃষক পর্যায়ে সময়মত পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ নিশ্চিত করা না যায়। কৃষিনির্ভর আমাদের অর্থনীতিকে বাঁচাতে যেমন প্রয়োজন মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা তেমনি প্রয়োজন কৃষিজাত পণ্যের বাজারমূল্য নিশ্চিত করা। বিএডিসি'র কাজ হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বীজ, সার ও সেচ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি এককভাবে প্রশংসার দাবীদার। বিগত সরকারের আমলে কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ও দাতা দেশসমূহের চাপের মুখে বৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানটিকে কাটছাট করে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান জনবল ও অবকাঠামো কমিয়ে আনা হয়। বীজ বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ সংকুচিত করা হয়, সারের উপর থেকে ভর্তুকি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে রাসায়নিক সার সরবরাহের দায়িত্ব বিসিআইসি'র হাতে অর্পণ করা হয়। এর পরিণাম যে খুব একটা সুখকর হয়নি তা আর কারও অজানা নাই। এদেশের দরিদ্র কৃষক সমাজকে এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। বীজ বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে আনা ও রাসায়নিক সার বিশেষ করে ইউরিয়া সার সরবরাহের দায়িত্ব বিসিআইসি'র হাতে অর্পণ করায় গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উপকরণ দুটির সহজলভ্যতা কমে যায়। পরবর্তীতে সরকার ও কৃষির সংগে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপলব্ধি করে যে বিএডিসিকে সংকুচিত করা কোন ভাবেই সঠিক হয়নি। ১৯৯৯ সালে গঠিত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিএডিসিকে পুনর্গঠন করার পর পর্যায়ক্রমে বীজ, সার ও সেচ উইং এর কার্যক্রম কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালে পুনর্গঠনের পূর্বে বিএডিসির জনবল ছিল ১০,০৬৫ জন, পুনর্গঠনের পর তা ৬,৮০০ তে নামিয়ে আনা হয়। মোট ৬,৮০০ অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বীজ ও উদ্যান উইং এর নির্ধারিত জনবল এর পরিমাণ ৩১৮৪ জন। একই উইং এ অনুমোদিত ৭৯৬ জন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ৫৮২ জন অর্থাৎ কর্মকর্তার পদ শুন্য রয়েছে ২১৪ টি অন্যদিকে অনুমোদিত ২৩৮৮ জন কর্মচারীর মধ্যে শুন্য পদের সংখ্যা ৯৫৬ টি অর্থাৎ বীজ ও উদ্যান উইং এ বর্তমানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর মোট শুন্য পদের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১১৭০ এ যা অনুমোদিত জনবলের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি। কর্মকর্তা বলতে এখানে মূলত কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের বুঝানো হয়েছে।

চাকুরি থেকে স্বাভাবিক অবসর গ্রহণ এবং দীর্ঘদিন থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় বীজ ও উদ্যান উইং এ কারিগরি ও দক্ষ জনবলের বিশাল শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। সদর দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন পদে একজন কর্মকর্তা একাধিক পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্য হওয়ায় বীজ উৎপাদনের মত জটিল ও নাজুক কাজ তদারকিতে প্রয়োজনীয় সময় দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণেই এর নেতিবাচক প্রভাব বীজের মানের উপর পরতে বাধ্য। আমরা জানি প্রয়োজনীয় কৃষিবিদ ছাড়া মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ তথা বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, পরীক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের মতো কারিগরি ও জটিল কাজ সমাধা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। বিগত বছরগুলিতে বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন ও বিতরণের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে-বলা যায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে বিএডিসি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ দেখলে সহজেই অনুমেয় তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিএডিসি ২০১২-১৩ সালে ১,২৭,৯৭১ মে. টন এবং ২০১৩-১৪ সালে ১,৩০,৩৮৫ মে. টন ধান, গম, ভুট্টা, পাট, আলু, ডাল-তৈল বীজ, সবজী বীজসহ বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহ করেছে। তাছাড়া উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ ও এএসসি বিভাগের মাধ্যমে উদ্যান ফসলের বীজ, চারা, কলম উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে বিভিন্ন ফসলের ১,৫০,০০০ মে. টন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ, পুষ্টি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে উল্লিখিত পরিমাণ বীজও যথেষ্ট নয়। অপর্যাপ্ত এ জনবল দিয়েই ক্রমবর্ধমান বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে এহেন কার্যক্রম এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিভিন্ন ফসলের বীজের মান এর আন্তর্জাতিকভাবে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে।

(বাকী অংশ ১৪ এর পাতায়)

(১৩ এর পাতার পর)

গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মৌল বীজ (Breeder Seed) হতে বীজ ফসলের বিভিন্ন ধাপ অবলম্বনের মাধ্যমে ভিত্তি বীজ (Foundation Seed) ও প্রত্যায়িত (Certified Seed)/মান ঘোষিত (Truthfully Labeled Seed) বীজ উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত বীজ মাঠ থেকে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরীক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পরবর্তী ফসল মৌসুমে বিতরণের প্রতিটি ধাপে কৃষিবিদ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান আবশ্যক। এ সকল ধাপে কৃষিবিদ কর্মকর্তার ঘাটতি হলে বীজের মান রক্ষা হবে কিভাবে। এ ছাড়াও বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিএডিসিকে যে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি/কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা ১৯৯৯ সালে নির্ধারণকৃত ৩১৮৪ জনবল এর মধ্যে বিদ্যমান ২০১৪ জনবল দ্বারা সম্পাদন করা আরো দুরুহ হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো স্বল্পতার কারণে বীজের মান খারাপ হলে এর দায়-দায়িত্ব নীতি নির্ধারক মহল বিশেষ করে "সীড প্রমোশন কমিটি"র সদস্যগণ কি এড়াতে পারবেন? কৃষি ও বীজ সংশ্লিষ্ট সকলকে মনে রাখতে হবে বীজ বলতে মানসম্পন্ন বীজকেই বুঝানো হয়, তবে এটিও লক্ষণীয় যে প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোর ব্যবস্থা না করে প্রতিবছর বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকলে বীজের মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পরবে। কারণ বর্তমান জনবল ও অবকাঠামো দিয়ে কোনভাবেই ক্রমবর্ধমান বীজ সরবরাহ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে একটি ভাল খবর যে বিএডিসির ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সচিব ড. এম. এম. শওকত আলীর নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি বিএডিসি'র জনবল ৬৮০০ থেকে ১০,১০০ জনে উন্নীতকতরণের সুপারিশ করে। সুপারিশকৃত জনবলের মধ্যে বীজ ও উদ্যান উইং এর কর্মকর্তা ১৮২৯ জন এবং কর্মচারী ৩৪৮৪ জন অর্থাৎ মোট ৫৩১৩ জন রয়েছে। জানা গেছে যে বিএডিসি পুনর্গঠন সংক্রান্ত উল্লিখিত কমিটির সুপারিশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সুপারিশকৃত বর্ধিত জনবল আপাতত অনুমোদন না হলেও ১৯৯৯ সালে নির্ধারণকৃত বীজ ও উদ্যান উইং এর ৩১৮৪ টি পদের মধ্যে ১১৭০টি শুন্যপদ পুরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যাসোসিয়েশনের ২০১৫-১৬ টার্মের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

জিয়াউল হক সেলিম
সভাপতি

এম গোলাম মোহাম্মদ
সাধারণ সম্পাদক

বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যাসোসিয়েশনের ২০১৫-১৬ টার্মের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাচন গত ৩০ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাযকরী কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি পদে উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব জিয়াউল হক সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদে তৃতীয় বারের মত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব এম গোলাম মোহাম্মদ নির্বাচিত হন।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট এর কমিটি গঠন

ডা. আফরোজা খানম
সভাপতি

মোঃ মিজানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

গত ১০ মে ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট এর ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন প্রধান চিকিৎসক ডা. আফরোজা খানম ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী প্রকৌশলী, (লিয়েনে মাবীসব্ প্রকল্প) ইঞ্জিঃ মোঃ মিজানুর রহমান।

শোক সংবাদ

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, মাদারীপুর জোন দপ্তরে কর্মরত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব সেকেন্দার আলী শেখ গত ০৪ জুন ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

* মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব শাহনেওয়াজ গত ২৮ জুন ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

পদোন্নতি

* মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি,কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মেরীনা সারমীনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়), বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর চলতি দায়িত্বে, বিএডিসি কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ সামসুদ্দিনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) এর চলতি দায়িত্বে, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল) ও প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী সরকারকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপ্রধান প্রকৌশলী (সওকা) ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত দায়িত্বে, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নাজিফুর রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), পূর্বাঞ্চল বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার), বিএডিসি, গাবতলী, ঢাকায় কর্মরত জনাব এ কে এম আব্দুল আজিজকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বীজ বিতরণ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর চলতি দায়িত্বে, চট্টগ্রাম সওকা সার্কেলে কর্মরত জনাব বাবুল কান্তি লোধকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, চট্টগ্রাম সার্কেলে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপ্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর চলতি দায়িত্বে, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আবুল খায়ের মিয়াকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওকা), ঢাকা সার্কেলে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব প্রশান্ত কুমার সাহাকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, রাজশাহীতে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, কুমিল্লায় কর্মরত জনাব আনন্দ চন্দ্র দাশকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (বীবি), পদে বিএডিসি, চট্টগ্রামে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি, রাজশাহীতে কর্মরত জনাব আশরাফুল ইসলামকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), পদে বিএডিসি, রাজশাহীতে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব এস এম রেজাউল হুদাকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (সার), পদে বিএডিসি, সিরাজগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, চট্টগ্রামে কর্মরত জনাব মোঃ ইদ্রিস মিয়াকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), পদে বিএডিসি, পটিয়া, চট্টগ্রামে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, পাবনায় কর্মরত জনাব আফম আফরোজ আলমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (সার), পদে বিএডিসি, দিনাজপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, খুলনায় কর্মরত জনাব মোঃ রেজাউল করিমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (বীবি), পদে বিএডিসি, বরিশালে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক, ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), বিএডিসি, কাশিমপুর, গাজীপুরে কর্মরত জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), পদে বিএডিসি, কাশিমপুর, গাজীপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি, জামালপুরে কর্মরত জনাব মোঃ শহিদুল ইসলামকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (বীবি), পদে বিএডিসি, সিলেটে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, কুষ্টিয়া ও উপপরিচালক (পাট বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র) বিএডিসি, চিতলা, মেহেরপুর এর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ মাসুদ আহমেদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (কঃ গ্রোঃ), পদে বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (ডাল ও তৈল), নরসিংদী জনাব মোঃ ফখরুল হাসান প্রধানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (সার), পদে বিএডিসি, সিলেটে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব আবু রায়হান মোঃ তারিককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক পদে বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব রিপন কুমার মণ্ডলকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক (বিক্রয়), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, রাজশাহীতে কর্মরত জনাব মোঃ আবুল কালাম সামসুদ্দিনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (সার), পদে বিএডিসি, ফরিদপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক বীপ্রস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* সহকারী প্রধান প্রকৌশলী, জরিপ ও অনুসন্ধান বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মোসাদ্দেক সাঈদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে জরিপ ও অনুসন্ধান বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ মাসে কৃষিতে করণীয় :

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউসের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধান : শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়।

আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩১, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৬, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান ৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা=৭০ঃ২০ ঃ ৩২ঃ১৮ ঃ ২।

ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। নাবী জাতের আমনের বীজতলা এ মাসেই করতে হবে। শ্রাবণেই আউস ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউস কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট : পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে তা উচুঁ জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কাণ্ড ১৫-২২ সে.মি করে কেটে কাঁদা করার জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুঁড়ি থাকে।

শাক-সবজি: গ্রীস্মকালীন সব্জীর গোড়ায় পানি জমে থাকাকালে নিকাশের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায়। তা ছাড়া তাপসহনশীল মূলার বীজও এ মাসে বপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ : আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ, বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন চারা বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয় :

ধান : শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থ্যাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ অন্যতম।

পাট : ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশগুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতো উজ্জল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাটবীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপণের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল : এ মাসের মধ্যেই মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপণ করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ ৬, বিনামুগ ৫, বারিমাস ৩, বারি সয়াবিন ৬ উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সব্জী : আগাম শীতকালীন সব্জীর চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পচাঁ গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বীজ বপণ করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য :
সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভূট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ, ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।

আমন ধান বীজ বিতরণের কর্মকৌশল নির্ধারনী পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বীজ উইংয়ের মহপরিচালক জনাব আনোয়ার ফারুক এবং ডিএই মহাপরিচালক জনাব এ জেড এম মমতাজুল করিম এর কাছ থেকে বিএডিসি'র বীজ বিপণনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র উপপরিচালক (বীবি), কুমিল্লা জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস

ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি

সারের সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং বিদ্যমান সার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নের উপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ সামসুদ্দিন

বিএডিসি'র নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেন যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় তাকে অডিট বিভাগের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৫ উপলক্ষ্যে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টল দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রেস্টটি কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষের কাছ থেকে গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম

জাতীয় ফল প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রেস্টটি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর এর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট পর্যালোচনা সভায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৫ উপলক্ষ্যে জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৫ উপলক্ষ্যে জাতীয় সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৫ উপলক্ষ্যে জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্করসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

বৃক্ষ মেলায় বিএডিসি'র স্টলে লটকন গাছ

বৃক্ষ মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে স্থাপিত বিএডিসি'র স্টল

ফল মেলা ২০১৫ তে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ডালিম

ফল মেলা ২০১৫ তে বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিলিম্বি

সাভারের বালুঘাটায় বিএডিসি'র সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল

ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টলে মিশরীয় ডুমুর

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।